জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
গুলফেশাঁ প্লাজা (১২তম, তলা) ৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগ বাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব- ৯৩৩৬৮৬৩
ফ্যাক্সঃ ৮৩৩৩২১৯; ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

স্মারক নং:জামাকন/প্রেসবিজ্ঞপ্তি/২৩৯/১৩/৩৭৪৯ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৫

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বক্তব্যে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের প্রতিবাদ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন) লক্ষ্য করছে যে, যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নানা ধরনের বক্তব্য ও বিবৃতি দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এ ভূমিকায় জামাকন বিস্মিত ও হতবাক। গত ২৭ অক্টোবর ২০১৫ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের **"Bangladesh: Two opposition leaders face imminent execution after serious flaws in their trials and appeals"** শীর্ষক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির প্রতি জামাকনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এ বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

জামাকন মনে করে, বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যুদ্ধাপরাধের বিচারকাজ পরিচালিত হচ্ছে। খোলামেলা বা উন্মুক্ত আদালতে এ বিচার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ ষ্টেফান র‍্যাপ এ বিচার প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান পর্যবেক্ষনের জন্য বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ পরিদর্শন করেছেন। ষ্টেফান র‍্যাপ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার উপর বেশ কিছু পর্যবেক্ষন তুলে ধরেন। এসব পর্যবেক্ষন ও নাগরিক সমাজের সুপারিশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আইনটি সংশোধন করে উভয় পক্ষের জন্য আপিল ও রিভিউ পিটিশনের সুযোগ সংযুক্ত করে। এ সংশোধনের পরও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন জেগেছে। জামাকন মনে করে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই বিচার প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কথা বলে জনগনের মধ্যে সংশয় তৈরী করতে চায়। জামাকন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এ ধরনের অপচেষ্টা ঘৃণাভরে প্রত্যাক্ষান করছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মৃত্যুদন্ডের বিরোধী। জামাকন মনে করে, মৃত্যুদন্ড গ্রহনযোগ্য কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। যুদ্ধাপরাধ একটি ঘৃন্যতম অপরাধ। পৃথিবীর বহুদেশে প্রচলিত আইনে মৃত্যুদন্ড বহাল রয়েছে। এতদ্বসত্বেও মৃত্যুদন্ড নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অবস্থান আইন জ্ঞানের অভাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

আন্তর্জাতিক মানদন্ডের কথা বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় তা নিয়ে আজ যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী যারা মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যায় সহযোগিতা করেছে এবং মা বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে তারা বিনা বিচারে পার পেতে পারে না। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বক্তব্য আজ লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের প্রতি অবজ্ঞা। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এ অবস্থান অগ্রহণযোগ্য ও অন্যায্য।

জামাকন মনে করে, বাংলাদেশ মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে একটি নতুন মডেল ও মানদন্ড স্থাপন করেছে যা বিশ্বব্যাপী অনুসরণীয় হতে পারে।

বার্তা প্রেরক

Farhana 31.10.15

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ